Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

একাত্তরের দিনগুলি

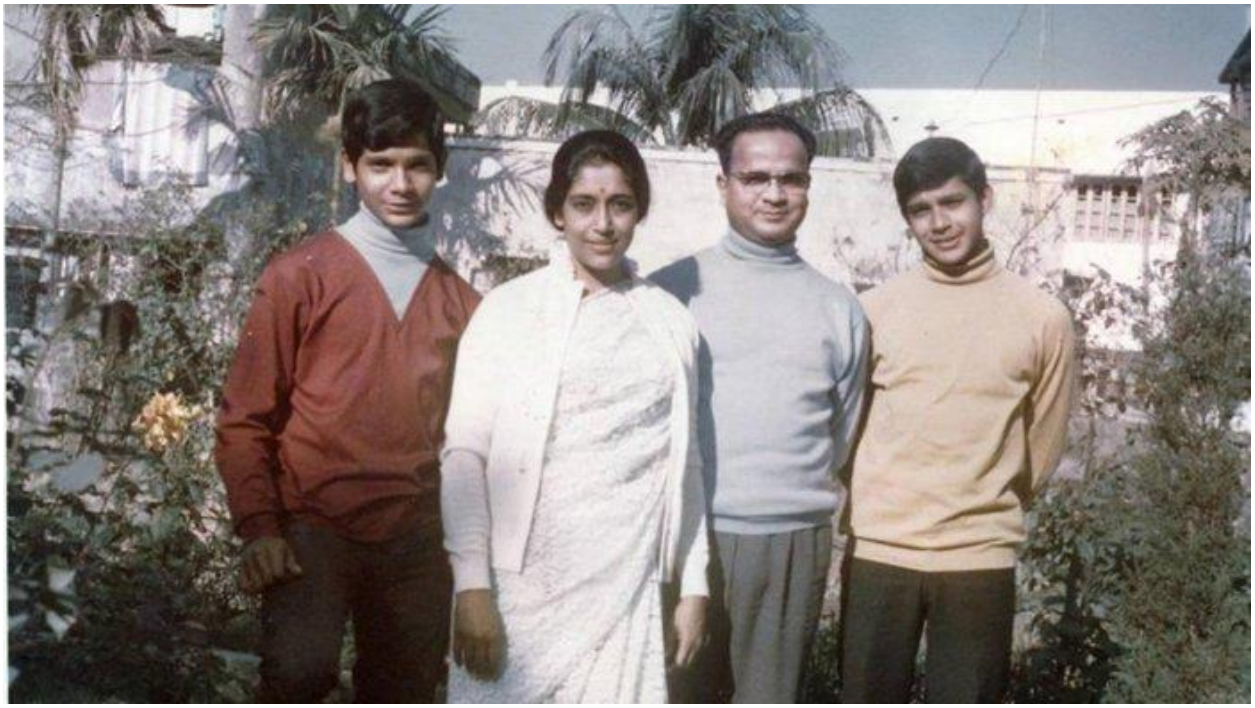

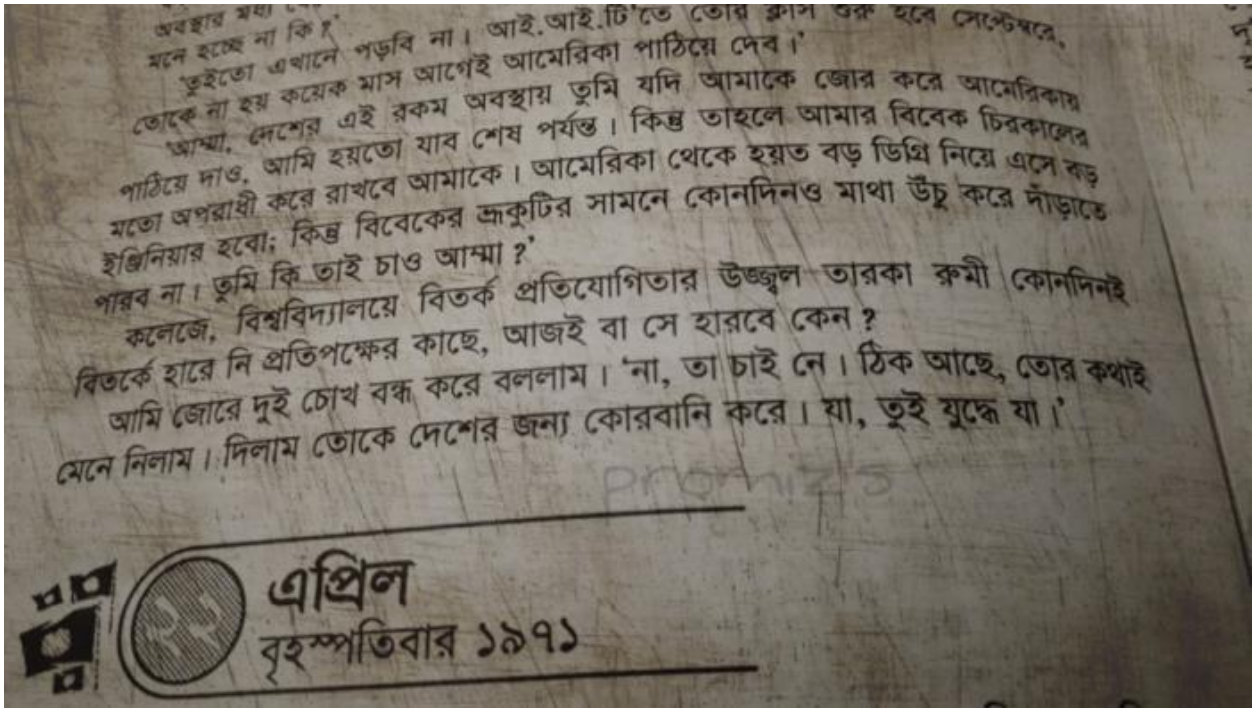

মনে হচ্ছে না কি?

তুইতো এখানে পড়বি না। আই.আই.টি'তে তোর ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, তোকে না হয় কয়েক মাস আগেই আমেরিকা পাঠিয়ে দেব।'

'আম্মা, দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো; কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?'

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনদিনই বিতর্কে হারে নি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন?

আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম। 'না, তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধে যা।'

২২ এপ্রিল
বৃহস্পতিবার ১৯৭১

রুমী ছিলেন বেশ অদ্ভুত ধরনের। তার সাথে কথায় কেউ পারত না। কখনও বাংলা, কখনও ইংরেজি কবিতা কিংবা উপন্যাসের যুক্তি দিয়ে মা-বাবাকে কথায় হারিয়ে দিতেন, কখনো বা হৃদয়-গলানো হাসি। বেঁচে থাকলে উদ্দাম এই তরুণ হয়তো বিশ্বজয় করতে পারতেন। অত্যন্ত মেধাবী ছেলে ছিলেন রুমি। মাত্র আইএসসি পাশ করে ১৯৭১ সালে তখনকার দিনের 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' (বুয়েট) এ ভর্তি হলেন, শুধু ক্লাস শুরুর অপেক্ষা। আমেরিকার শিকাগো শহরের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতছানি তাকে ভোলাতে পারেনি, তাকে টেনেছিল দেশমাতৃকার ডাক।

একদিকে যেমন মেধাবী, আত্মপ্রত্যয়ী আর অন্যদিকে রাজনীতি সচেতন, দেশপ্রেমিক ছেলে রুমী। মাকে বলেছিলেন, এই উত্তাল সময় এখন সব দলের উর্দ্ধে, তাকে যুদ্ধে যেতে হবে। রুমী পালিয়ে যেতে পারতেন, সুযোগ ছিল তার হাতে, কিন্তু মাকে না জানিয়ে কোনো কাজ তিনি করতেন না। তাই এলেন মায়ের কাছে অনুমতি নিতে। মায়ের মন বলে কথা, সে কি আর সহজে মানে নিজের নাড়ি ছেঁড়া ধনকে বিসর্জন দিতে? কিন্তু যুগে যুগে মায়েরা বুকে পাথর বেঁধে সন্তানকে বিভিন্ন বৃহত্তর স্বার্থে বিসর্জন করে এসেছেন।

১৯ এপ্রিল, ১৯৭১। সেই ভয়াল দিন। নাছোড়বান্দা মা জাহানারা ইমাম বলেছিল *"দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানী করে"*।

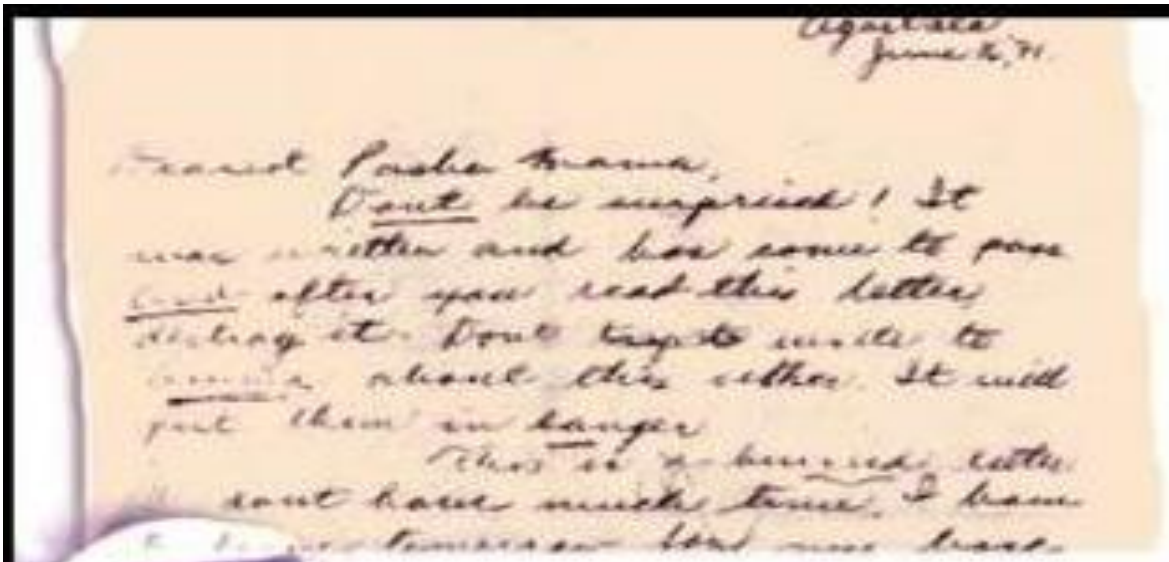

Agartala
June 16, '71.

Dearest Pasha mama,
Don't be surprised! It was written and has come to you and after you read this letter destroy it. Don't try to write to amma about this either. It will put them in danger.
This is a hurried letter. I don't have much time.

আহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলির বদৌলতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শাফি ইমাম রুমী এখন আর আমাদের কাছে অপরিচিত কেউ না। কোনো দিন না-দেখা এই মানুষটিকেই এখন মনে হয় আমাদের পরিবারের কোনো সদস্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাহমিন সাদিককে এই চিঠিটি লিখেছিলেন রুমী। সম্পর্কে তিনি রুমীর মামা। মূল চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা, এখানে দেওয়া হলো তার বাংলা অনুবাদ।

আগরতলা
১৬ জুন, '৭১

প্রাণপ্রিয় পাশা মামা,

অবাক হয়ো না! এটা লেখা হয়েছে আর তোমার কাছে পৌঁছেছে। আর পড়ার পর চিঠিটা নষ্ট করে ফেলো। এ নিয়ে আম্মাকেও কিছু লিখো না। তাহলে তাদের বিপদে পড়তে হবে। তাড়াহুড়া করে লিখলাম। আমার হাতে সময় খুব কম। বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে কাল এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আমরা একটা ন্যায়সংগত যুদ্ধ লড়ছি। আমরা জয়ী হব। আমাদের সবার জন্য দোয়া কোরো। কী লিখব বুঝতে পারছি না—কত কী নিয়ে যে লেখার আছে! নৃশংসতার যত কাহিনী তুমি শুনছ, ভয়াবহ ধ্বংসের যত ছবি তুমি দেখছ, জানবে তার সবই সত্য। ওরা আমাদের নৃশংসতার সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করেছে, মানব-ইতিহাসে যার তুলনা নেই। আর নিউটন আসলেই যথার্থ বলেছেন, একই ধরনের হিংস্রতা নিয়ে আমরাও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। এরই মধ্যে আমাদের যুদ্ধ অনেক এগিয়ে গেছে। বর্ষা শুরু হলে আমরা আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেব।

জানি না আবার কখন লিখতে পারব। আমাকে লিখো না। সোনার বাংলার জন্য সর্বোচ্চ যা পারো, করো।

এখনকার মতো বিদায়।

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাসহ

রুমী